



71178 - ক্রয়-বক্রয় ও আর্থিক লেনদেনে সংক্রান্ত ফকিহ শাখা কি ওয়াজবি?

প্রশ্ন

ফার্মাসিস্ট ও ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের মত যারাই ক্রয়-বক্রয় করে তাদের

উপর কি ক্রয়-বক্রয় ও আর্থিক লেনদেনে সংক্রান্ত ফকিহ শাখা ওয়াজবি (ফরযে আইন)?

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যখন একজন মুসলিম জানবে যে দুনিয়ার জীবনে তাকে সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নরিদশে ও তাঁর শরীয়ত (আইন) মনে চলা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা তখন সে এটাও জানবে যে তার উপর আল্লাহর শরীয়তের বধি-বধিান শাখা ও দায়তিবসমূহ জানা আবশ্যিক। কারণ যতো ছাড়া কোন ওয়াজবি সম্পন্ন করা যায় না সতোও ওয়াজবি।

হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “প্রত্যকে মুসলিমের উপর ইলম অনুবষণ করা ফরয।” [হাদীসটি ইবনে মাজাহ (২২৪) বর্ণনা করেন। বর্ণনার বহু সনদ ও শাহদে (সমর্থক) হাদীস দ্বারা ময্বী, যারকাশী, সুয়ূত্বী, সাখাভী, যাহাবী, মুনাওয়ী ও যারক্বানী উক্ত হাদীসকে হাসান বলেছেন। এটা শাইখ আলবানীর সহীহ ইবনে মাজাহতে রয়েছে]

আলমেরা উক্ত হাদীসের অর্থকে সহীহ বলে গণ্য করছেন।

ইবনে আব্দলি বার রাহমাহুল্লাহ বলেন: “হাদীসটির ব্যাপারে তারা কাছাকাছি রকমের মতভেদ করলেও এর অর্থ তাদের কাছে সঠিক।” [সমাপ্ত] [জামেউ বায়ানলি ইলম: (১/৫৩)]

অনুরূপ বক্তব্য ইমাম নববী তার ‘মানসূরাত’ বইয়ে (পৃ. ২৮৭) এবং ইবনুল কাইয়মি তার ‘মফিতাহু দারসি সায়াদাহ’ বইয়ে (১/৪৮০) বর্ণনা করছেন। ইবনে আব্দলি বার বলেন:

“আলমেরা সবাই ঐকমত্য পোষণ করছেন যে, কিছু জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যকে ব্যক্তির উপর ফরযে আইন। আর কিছু ইলম আছে ফরযে কফিয়া; যা কিছু ব্যক্তি অর্জন করলে ঐ স্থানের সকল অধিবাসীর ফরযায়িতরে দায় মুক্ত হয়ে যাবে।” [সমাপ্ত] [জামেউ বায়ানলি ইলমি ওয়া-ফাদলহি (১/৫৬)]

যে ইলম অর্জন করা ফরযে আইন আলমেরা সত্যের বিবরণ দিয়েছেন এবং প্রত্যকে মুসলিমের উপর যতটুকু পরিমাণ ইলম

অর্জন ফরযে আইন তারা সটো নিয়ে কথা বলছেন। এর মধ্যে তারা উল্লেখ করছেন যে: যিনি ব্যবসা করনে তার জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের বধি-বিধান জানা ফরয; যাত করে তিনি নিজেরে অজান্তে হারামে বা সুদে জড়িয়ে না পড়নে। কিছু সাহাবীর থেকে এমন কিছু উদ্ধৃত বর্ণিত হয়েছে যা এই বক্তব্যকে জোরদার করে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “আমাদের বাজারে শুধু ঐ ব্যক্তি বিক্রয় করতে পারবে যে দ্বীনী জ্ঞানে প্রজ্ঞা অর্জন করেছে।”[উক্তটি তরিমযী (৪৮৭) বর্ণনা করছেন এবং হাসান গরীব বলছেন। শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযীতে এটাকে হাসান বলছেন]

আলী ইবনে আবী ত্বালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যে ব্যক্তি ফকিহ শেখের আগে ব্যবসা করতে গেলে সে সুদরে মাঝে পড়ে গেলে, তারপর সুদরে মাঝে পড়ে গেলে, তারপর আবার সুদরে মাঝে পড়ে গেলে।” অর্থাৎ সে সুদে জড়িয়ে পড়ে।”[মুগনলি মুহতাজ (২/২২)]

ইবনে আব্দলি বার বলেন:

“সবার জন্য যা অনবির্ষ তা হলো— ফরয ইলম। তন্মধ্যে রয়েছে: ব্যক্তির উপর ফরয হওয়া বিষয়গুলোর যতটুকু তার না জানলেই নয়:

যমেন: মুখে সাক্ষ্য দেওয়া এবং অন্তর দিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া যে আল্লাহ এক; তাঁর কোনও শরীক নাই। ...তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলিসহ অনাদি থেকে বদ্যমান। তার সূচনার কোনও শুরু নাই এবং তাঁর শেষের কোনও সমাপ্তি নাই। তিনি আরশের উর্ধ্বে উঠছেন।

এবং এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে—

মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, মৃত্যুর পর আমলের প্রতদিন দয়োর জন্য পুনরুত্থান করানো হবে, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং এতে যা কিছু আছে তা সত্য।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। নামাযের জন্য পবিত্রতা ও নামাযের বধিবিধানের যতটুকু ইলম না থাকলে নামায সম্পাদন করা যাবে না ততটুকুর জ্ঞান তার উপর আবশ্যকীয়।

রমযানের রোযা ফরয। রোযা ভঙ্গকারী বিষয়াবলীর জ্ঞান এবং যতটুকু না জানলে রোযা সম্পাদন করা যাবে না ততটুকু জানা তার উপর আবশ্যকীয়।

যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয় এবং হজ্জ করার সক্ষমতা থাকে তাহলে কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরয হয়, কখন ফরয হয়, কতটুকু সম্পদ ফরয হয়— এসব জানা তার উপর আবশ্যকীয় এবং এটা জানাও তার উপর আবশ্যকীয় যে, হজ্জযে যাওয়ার



সক্ষমতা থাকলে তার উপর জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরয।

এছাড়াও এমন আরও কিছু বিষয় আছে যগুলো সমষ্টিগতভাবে জানা আবশ্যিক; যগুলোর ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ওজর (কফৈয়িত) গ্রহণযোগ্য নয়। যমেন: ব্যভিচার ও সুদ হারাম হওয়া। মদ, শূকর, মৃত প্রাণী ও সকল নাপাকী খাওয়া হারাম হওয়া। জ্বরদখল, মথিয়া সাক্ষ্য, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ ও সব ধরনের যুলুম হারাম হওয়া। মা-দরেক, বোনদরেক এবং তাদের সাথে অন্য যাদেরকে উল্লখে করা হয়েছে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়া। কোন মুম্নিকে অন্যায়ভাবে হত্যা হারাম হওয়া।

এমন আরও যা কিছু কুরআনে এসছে এবং যার উপর উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেছে।”[জামাউ বায়ানলি ইলম: (১/৫৭) থেকে সমাপ্ত]

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়াতে (৩০/২৩৯) এসছে:

“আলামী থেকে নকল করে ইবনে আবদীন বলেন:

প্রত্যকে শরয়ি ভারপ্রাপ্ত মুম্নি নর-নারী দ্বীন ও হদোয়াতের ইলম অর্জন করার পর তার উপর অযু, গোসল, নামায ও রোযার ইলম এবং নসাবের মালকি হলে যাকাতের ইলম এবং হজ্জ ওয়াজবি হলে হজ্জের ইলম শেখা ফরয।

ব্যবসায়ীদের উপর ক্রয়-বক্রয়ের ইলম শেখা আবশ্যিক; যাতে তারা লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশয়পূর্ণ ও মাকরুহ বিষয়াবলী থেকে বঁচে থাকতে পারে। অনুরূপভাবে পেশাজীবীদের এবং প্রত্যকে যে ব্যক্তি যে কাজ করেন সটোর জ্ঞান ও বধিান জানা তার উপর আবশ্যিক; যাতে করে সে ঐ কাজে হারাম থেকে বঁচে থাকতে পারে।

নববী বলেন: ক্রয়-বক্রয়, বিবাহ বা অনুরূপ যে সকল বিষয় মৌলিকভাবে আবশ্যিক নয় সেগুলোর শর্তসমূহ জানার আগাই সেগুলোর দিকে অগ্রসর হওয়া হারাম।”[সমাপ্ত]

গাযালী রাহমাহুল্লাহ বলেন:

অনুরূপভাবে এই মুসলমি ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ী হয় এবং তার দশে সুদী লেনদেনের বিস্তার থাকে তার উপর সুদ থেকে সতর্ক থাকার বিষয়টা শেখা আবশ্যিক। ফরযে আইন ইলমের ক্ষেত্রে এটাই সঠিক। এর অর্থ হলো— ওয়াজবি আমল আদায় করার পদ্ধতি জানা।”[ইহয়াউ উলূমদিদীন: (১/৩৩) থেকে সমাপ্ত]।

আলী ইবনুল হাসান ইবনে শাকীক একবার ইবনুল মুবারককে বললেন:

“কোন সৎ ইলম যা অনুব্বেষণ করা ছাড়া মুম্নিরে কোন গত্যন্তর নেই? কোন সৎ ইলম যা শেখা মুম্নিরে উপর আবশ্যিক?



তিনি বললেন: “ইলম ছাড়া কোনও কিছু দকি অগ্রসর হওয়ার সুযোগ নাই। জিজ্ঞাসা করা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর নাই।”[ইবনু আব্দলি বার ‘জামাউ বায়ানলি ইলম’ বইয়ে (১/৫৬) বর্ণনা করছেন]।

গাফালী রাহমাহুল্লাহ বলেন: “প্রত্যকে বান্দা দবানিশি ইবাদত ও লনেদনে তার উপর অনবির্য নতুন কিছু বিষয়ে সম্মুখীন হয়। তাই তার কর্তব্য হলো বরিল যা কিছু তার ক্ষেত্রে ঘটে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা এবং নকিট ভবিষ্যতে সে যা কিছু ঘটীর সম্ভাবনা দেখে অবলিম্বে সেই ইলম অর্জন করাও তার উপর অনবির্য।”[ইহয়াউ উলুমদিদীন (১/৩৪) থেকে সমাপ্ত]

যনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ে জড়াবনে তার জন্য উপদশে হলো— লনেদনের ফকিহ বিষয়ক কিছু সংক্ষিপ্ত বই তিনি পড়বনে। যমেন: শাইখ সালহি ফাওয়ানরে “আল-মুলাখ্বাসুল ফকিহী” এবং উস্তায আব্দুল্লাহ মুসলহি ও সালাহ সাওয়ীর “মা লা ইয়াসাউত তাজরি জাহলুহু” বই।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আরও দেখুন (20092) নং প্রশ্নোত্তর।